# 222372 - নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে কিংবা অন্য সময়ে ১১ রাকাতের বেশি পড়তেন না

প্রশ্ন

একজন বলল যে, আয়েশা (রাঃ) এর যে বর্ণনাতে ১১ রাকাত নামায পড়ার কথা উল্লেখ আছে সেটি তাহাজ্জুদের নামায কিংবা বিতিরের নামাযের ব্যাপারে; তারাবীর নামাযের ব্যাপারে নয়। এ ব্যাপারে আপনাদের মন্তব্য কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

তাহাজ্জুদের নামায, বিতিরের নামায ও তারাবীর নামায এ সবগুলো নামাযকে একত্রে কিয়ামুল লাইল বা তারাবীর নামায বলা যায়। তবে তারাবীর নামায রমযান মাসের সাথে খাস।

আয়েশা (রাঃ) এর উক্তটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাত্রিকালীন নামায সম্পর্কে। তাই তিনি রাতের বেলায় যে যে নামায পড়তেন সবগুলো এ উক্তির অধীনে পড়বে।

সহিহ বুখারী (৩৫৬৯) ও সহিহ মুসলিমে (৭৩৮) আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করেন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রমযান মাসের নামায কেমন ছিল? আয়েশা (রাঃ) বলেন: তিনি রমযানে কিংবা রমযান ছাড়া অন্য সময়ে এগার রাকাতের বেশি নামায পড়তেন না। তিনি চার রাকাত নামায পড়তেন। এ চার রাকাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। এরপর তিনি আরও চার রাকাত নামায পড়তেন। এ চার রাকাতেরও সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। এরপর তিনি তিন রাকাত নামায পড়তেন। একবার আমি বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি বিতির পড়ার আগে ঘুমিয়ে যাচ্ছেন? তিনি বললেন: আমার চোখ ঘুমায়। কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।

ইমাম নববী বলেন:

আয়েশা (রাঃ) থেকে সহিহ বুখারীতে এসেছে যে, তাঁর রাতের নামায ছিল ৭ রাকাত বা ৯ রাকাত। বুখারী ও মুসলিম এ হাদিসের পর ইবনে আব্বাস (রাঃ)- এর হাদিসে উল্লেখ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের বেলার নামায ছিল ১৩ রাকাত এবং সুবহে সাদিক হওয়ার পর ফজরের দুই রাকাত সুন্নত পড়তেন। যায়েদ বিন খালিদ এর হাদিসে রয়েছে যে,

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হালকাভাবে দুই রাকাত নামায পড়ছেনে। এরপর দুই রাকাত দীর্ঘ নামায পড়ছেনে। এরপর হাদসিরে বাকী অংশ উল্লখে করনে। হাদসিরে শষোংশে বলনে: এই হল: তরে রাকাত। কাযী ইয়ায বলনে: এ হাদসিসমূহে ইবনে আব্বাস (রাঃ), যায়দে (রাঃ) ও আয়শো (রাঃ) বাস্তবে যা দখেছেনে সটো জানয়িছেনে।

উল্লখেতি সাহাবীদরে প্রত্যকেে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতরে বলোয় সর্বমোট কত রাকাত নামায পড়তনে সটো উল্লখে করছেনে; এর মধ্যে তাহাজ্জুদরে নামাযও রয়ছে অন্য নামাযও রয়ছে।

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) উল্লখে করছেনে য, আয়শো (রাঃ) এর উক্তি: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে রাতরে নামায ছলি সাত রাকাত বা নয় রাকাত।" এর দ্বারা আয়শো (রাঃ) এর উদ্দশ্যে হচ্ছ ভন্নি ভন্নি সময়ে যা ঘটছে। আর আয়শো (রাঃ) এর উক্তি: "তনিি রমযানে কংিবা রমযান ছাড়া অন্য সময়ে এগার রাকাতরে বশেি নামায পড়তনে না।" এটাই ছলি রাতরে বলোয় তাঁর আদায়কৃত নামাযরে সর্বাধকি সংখ্যা। তনিি এর চয়েে বাড়াতনে না।

আর আয়শোর উক্তি: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৩ রাকাত নামায পড়ছেনে": এ প্রসঙ্গে হাফযে ইবনে হাজার দুটো সম্ভাবনার কথা উল্লখে করছেনে। হতে পারে আয়শো (রাঃ) রাতরে নামাযরে সাথে এশার দুই রাকাত সুন্নতকওে যোগ করছেনে; যহেতেু এ রাকাতদ্বয়ও রাতরে বলোয় আদায় করা হয়। আরকেটি সম্ভাবনা হল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতরে নামাযরে শুরুতে খুবই হালকাভাবে যে দুই রাকাত নামায পড়তনে তনিি সে দুই রাকাত নামাযকওে যোগ করছেনে। হাফযে ইবনে হাজার বলনে: আমার দৃষ্টতিে এটাই অগ্রগণ্য...।[ফাতহুল বারী]

এর মাধ্যমে ফুটে উঠল য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতরে বলোয় সর্বমোট কত রাকাত নামায পড়তনে আয়শো (রাঃ) সটোই উদ্দশ্যে করছেনে। তার হাদসি থকেে আলমেগণ এটাই বুঝছেনে।

আরও জানতে পড়ুন: 9036 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।